সাধুতে সাধুতে ফাটাফাটি

তন্ময়

চোরে চোরে নাকি মাসতুতো ভাই। তা হলে সাধু সাধুতে কি পিসতুতো ভাই হবে? মনে হয় না। অন্ধকার জগতে এক জনের বিপদে অন্য জনের সাহায্যের প্রয়োজন আছে, তাই ওরা ভাই ভাই। আপন না হলে অন্তঃত মাসতুতো। কাজ চলে যায় তাতে। কিন্তু আলোর জগতের সাধুদের মনে হয় সেই প্রয়োজন নেই। তাদের মধ্যেও সম্পর্ক আছে। তবে সেটা প্রায়শঃই অহি-নুকুল, ফাটাফাটি। সাধু যত বড়, ফাটাফাটি তত বেশী।

প্রতীতির এ বছরের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান এ্যাশফিল্ড পার্কের বটমূলে দাঁড়িয়ে এই ভাসা ভাসা ধারণাটা আরও একটু বেশী করে বদ্ধমুল হলো । চমৎকার একটা অনুষ্ঠান, সুন্দর একটা উদ্যোগ। প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। কি ধরণের পরিশ্রম করতে হয়েছে এমন একটা অনুষ্ঠান উপস্থাপন ও সফল করতে, তা শিল্প জগতের পরিধির দুশো ক্রোশ বাইরে বসবাসকারি এই অধমেরও হৃদয়ঙ্গম করতে কষ্ট হয়না। কিন্তু সেখানে দেখলাম বেশ কিছু বড় বড় সাধু অনুপস্থিত। যারা নাকি বাঙালী শিল্প-সাহিত্য জগতের পুরোধা, সংস্কৃতিবান, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব। ব্যাপারটা চোখে লাগার মতো, দুঃখজনক। ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা মানুষের থাকতেই পারে। কিন্তু সমস্যাটা মোটেই সেখানে নয়, সমস্যাটা অন্যখানে। সমস্যাটা হলো ফাটাফাটি। সাধুতে সাধুতে ফাটাফাটি। এটা অনুমান নয়, জানা তথ্য, নির্ভরযোগ্য।

সঙ্গিত সাথীদের নিয়ে দলবেঁধে বাংলা ১৪১৫ বর্ষবরনের গান গাইছেন প্রতীতির প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার শিল্পী সিরাজুস সালেকীন [মাঝে]।

অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে পাশে বসা একজন দর্শক মন্তব্য করলো, সুন্দর অনুষ্ঠান, বেশ ভাল লাগছে। এই ধরনের অনুষ্ঠান ছেড়ে এই বিদেশ বি-ভুইয়ে মানুষ কেন যে দেশের রাজনীতি টেনে এনে মারামারি করে, বুঝতে পারিনা। পর মুহূর্তেই আবার নিজেই সংশোধন করে বলে, তবে এই ধরনের অনুষ্ঠান করতেতো আবার হেডাম লাগে। (হেডাম শব্দটার মানে আমি বাংলা অভিধান তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাইনি। যদি খারাপ কিছু হয় তবে ক্ষমা করবেন)। আওয়ামীলীগ, বিএনপি, জামাতের নেতা হতেতো আর বিশেষ কোন গুনের প্রয়োজন নেই। প্রতিপক্ষকে কষে কিছু গালাগাল (ভারতের দালাল, রাজাকার, আলবদর), আর জাতির পিতা, স্বাধীনতার ঘোষক নামের পুরোনো কিছু রেকর্ড জোগাড় করে বাজিয়ে দিতে পারলেই হলো। জামাতের নেতা হতে তবু নামাজ-রোজার কিছু বাড়তি ঝামেলা আছে। অন্যদলের জন্যে সেই সমস্যাটাও নেই। খুবই সহজ, অনায়াশ লভ্য।

হেডামহীন মানুষের নেতা হতে প্রবাসে রাজনীতির কোন বিকল্প নেই। সিডনীতে তাই রাজনৈতিক দলের এত ছড়াছড়ি। দল আছে অনেক। এমনকি স্বৈরাচারি এরশাদেরও নাকি দল আছে? এক দল

ভেঙে তিন দল হচ্ছে। কারণটা বোধগম্য। বার হাত কাকুরের তের হাত বিচির মতো কোন কোন রাজনৈতিক দলের কার্যকরি পরিষদের সদস্য সংখ্যা আবার ৩৫ এরও উপরে। দলের সাধারণ সদস্য সংখ্যা ২০ হলেও বিস্ময়ের কিছু নেই। প্রবাসী রাজনীতির হাল-হকিকত অনেকটা এই রকমই।

ছাগলের তিনটা বাচ্চা হলে দুধ খাওয়ার সুযোগ থাকে মাত্র দু'জনেরই। তিন নাম্বারটা পাশে থেকে ক্ষণে লাফায়, ক্ষণে ফালায়। জানে তার এক সময় না এক সময় সুযোগ আসবেই। হয়তো ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করে। কিন্তু ৩৫ নম্বরের সুযোগ আসবে কবে? তাহলে দল না ভাঙার বিকল্প কি? কেউ কেউ তো আবার হা-দুধে (হা-ভাতে)। এমনই পেটুক দুধের বোঁটা ছাড়তেই চায় না। মুখে নিয়ে বসে আছে।

এ্যাশফীল্ড পার্কের বটমুলে প্রতীতির বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে দর্শকসারীতে সাহিত্যামোদি ও লেখক আহমেদ সাবের ও ড: আবদুর রায্যাক

বাংলাদেশ সরকার প্রবাসে বাংলাদেশী রাজনীতি চর্চার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের চিন্তাভাবনা করছে। প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটিকে বিভক্ত এবং বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখতে এটা সাহায্য করবে বলে তাদের বিশ্বাস। আমরা, এই সাধারণ অভিবাসীদেরও ওই একই রকম বিশ্বাস। কিন্তু আমরা নিঃষ্কর্ম, ঠুটো জগন্নাথ। আমরা সবই দেখছি, সবই বুঝছি কিন্তু আমাদের কিছুই করার হেডাম নেই। তাই বাংলাদেশ সরকারের এই প্রচেষ্টাকেই শুধু স্বাগত জানাই।

তন্ময়, সিডনী, ২৩/০৪/২০০৮

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে হলে এখানে টোকা মারুন

যেকোন মন্তব্য ও পরামর্শের জন্যে ইমেইল # tonmoy.sydney@gmail.com